এমএসএস খবর

মে,২০২১ সংখ্যা

MSS
Working for the People

এমএসএস এর বাৎসরিক পরিকল্পনা এবং বাজেট প্রণয়ন বিষয়ক বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত

সংস্থা'র ঋণ কার্যক্রম বিষয়ক ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাৎসরিক পরিকল্পনা এবং বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্নমুখী কৌশলগত পদক্ষেপ গ্রহণ বিষয়ে ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, রংপুর এবং সৈয়দপুর অঞ্চলের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক এবং শাখা ব্যবস্থাপকদের সাথে সংস্থা'র প্রেসিডেন্ট এবং নির্বাহী পরিচালকের বিশেষ সভা গত ২৭ মে, ২০২১ তারিখে সৈয়দপুরস্থ কমিউনিটি বেইজড রিসোর্স সেন্টার (সিবিআরসি)- এ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সংস্থা'র নির্বাহী পরিচালক জনাব মুনাওয়ার রেজা খান সকল শাখার বিদ্যমান সুযোগ চিহ্নিত করে এর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার পাশাপাশি বর্তমান পরিস্থিতিতে সকল সম্ভাব্য ঝুঁকি বিশ্লেষণ করে ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাস্তব ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

সংস্থা'র প্রেসিডেন্ট জনাব ফিরোজ এম হাসান ক্ষুদ্র ঋণের ক্ষেত্রে জনগণের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যুগোপযোগী নতুন নতুন ঋণ ও সঞ্চয় প্রোডাক্ট অন্তর্ভুক্ত করার পাশাপাশি দরিদ্র জনগণকে বিভিন্ন সামাজিক পরিসেবায় সম্পৃক্ত করার জোর তাগিদ দেন। এছাড়া তিনি ঋণ কার্যক্রমভুক্ত কর্ম এলাকা সমূহের দরিদ্র জনগণের সন্তানদের এমএসএস- এর জীবনমুখী শিক্ষা তথা কারিগরী শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে সুন্দর ভবিষ্যত গড়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

এমএসএস এর উদ্যোগে ২১ জন বেকার নারী-পুরুষ পাচ্ছেন ড্রেস মেকিং এবং টেইলরিং প্রশিক্ষণ

বিশ্ব এখন চরম অর্থনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দূর করে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব। আর এ পরিকল্পনাকে সামনে রেখে মানবিক সাহায্য সংস্থা (এমএসএস) এর শিক্ষা ও সামাজিক সেবা কার্যক্রম 'সফিউদ্দিন আহমেদ ফাউন্ডেশন' এর সহায়তায় এমএসএস টেকনিক্যাল স্কুল- এ ড্রেস মেকিং এবং টেইলরিং কোর্স চালু করেছে।

উক্ত কোর্সটিতে দুটি ব্যাচে মোট ২১ জনকে ড্রেস মেকিং এবং টেইলরিং প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। মানবিক সাহায্য সংস্থা'র প্রেসিডেন্ট জনাব ফিরোজ এম হাসান বলেন, "এই প্রশিক্ষণ থেকে দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে ঠাকুরগাঁও অঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, উদ্যোক্তা তৈরি হবে এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে।"

উল্লেখ্য, মানবিক সাহায্য সংস্থা ১৯৮২ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে শিক্ষা ও সামাজিক সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে লাখো মানুষের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় নিরলসভাবে কাজ করে আসছে।

ঝুঁকি তহবিলের আওতায় ৪৭ জন এমএসএস সদস্য পেলেন তের লক্ষাধিক টাকার সহায়তা

এমএসএস তার ঋণী সদস্যের সৎকার অথবা দাফন-কাফন বাবদ সংস্থার 'ঝুঁকি তহবিল' থেকে অর্থ সহায়তা প্রদান করে থাকে। এছাড়াও ঋণী সদস্য ও তার অভিভাবক অথবা স্বামীর মৃত্যু, বসতবাড়ি উচ্ছেদ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং অগ্নিকাণ্ডের কারণে ঘর-বাড়ি কিংবা আইজিএ ক্ষতিগ্রস্ত হলে এই তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। উক্ত কর্মসূচির আওতায় এমএসএস গত মে, ২০২১ মাসে ৪৭ জন সদস্যের আবেদনের প্রেক্ষিতে সংস্থার 'ঝুঁকি তহবিল' থেকে তের লক্ষ তের হাজার আটশত পচানব্বই টাকার অনুদান অনুমোদন করেছে।

মীমের চোখে

মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির স্বপ্ন

মোছাঃ মীম আক্তারের যখন বিয়ে হয়, তখন বয়স তার মাত্র ১৬ বছর। ৯ম শ্রেণিতে পড়তেন। মীমের পরিবারের আর্থিক সক্ষমতা ছিল না। সংসার চালানোই ছিল দায়, লেখাপড়ার পাঠ তাই সেখানেই চুকাতে হয়েছিল তাকে। মীমের স্বামী মোঃ কামাল পেশায় কৃষক। এখানেও ছিল আর্থিক সংকট। তার মাঝেই মীমের কোলজুড়ে আসে একটি কন্যা সন্তান। তবে বগুড়ার কাহালু উপজেলার বাসিন্দা মীম এই দারিদ্র্যের পীড়ায় দমে যাননি, সময়োচিত সিদ্ধান্ত এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে বিদায় জানিয়েছেন দারিদ্র্যকে। মাসে এখন তিনি প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা উপার্জন করেন।

মীম আক্তার ৩ বছর যাবৎ মানবিক সাহায্য সংস্থা'র (এমএসএস) ১২৫নং তালোড়া শাখার (দুপচাঁচিয়া, বগুড়া) ঋণ সুবিধাপ্রাপ্ত সদস্য। তিনি হাঁস ও গরুর খামার থেকে বর্তমানে প্রতি মাসে যা আয় করেন, খরচের পর সেখান থেকে তার ভালো লাভ থাকে। এরই মধ্যে তিনি তাদের টিনের ঘরটিকে এখন একতলা আধা-পাকা বাড়িতে পরিণত করেছেন। কিস্তির পাশাপাশি মাসে এক হাজার টাকা সঞ্চয়ও করেন তিনি। তার ছেলেমেয়েও ভালো ভাবে পড়ালেখা করছে।

শুধু তাই নয়, তার খামারে একজন কর্মচারিও কাজ করছেন। এই খামারকে আরও সম্প্রসারিত করার মাধ্যমে একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে পরিচিত হতে চান মীম। সেই সাথে তিনি তার আশেপাশের আরও অনেক দরিদ্র ও অসহায় মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে চান। পরিস্থিতি যত প্রতিকূলেই থাকুক না কেন মেধা, পরিশ্রম ও অদম্য ইচ্ছা দিয়ে যে ভাগ্য পরিবর্তন করা যায় তার এক সফল উদাহরণ মীম আক্তার।

এটি মানবিক সাহায্য সংস্থা'র মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক অ্যাফেয়ার্স ইউনিটের একটি প্রকাশনা
সেল সেন্টার (৪র্থ তলা),২৯ পশ্চিম পান্থপথ, ঢাকা -১২০৫